সৃষ্টিকর্তাই মহান

Learning Today

Leading Tomorrow

আনন্দ নিউজ

বর্ষ-১৯, সংখ্যা-২ ■ পৃষ্ঠা ৩২

"Technology Based English Education is one of the ways to Overcome the Job Crisis for the Young Generation"

Ananda Multimedia School & College

National Curriculum Bangla & English Version

www.amsgouripur.com amsgouripur@gmail.com /anandamultimediaschoolandcollege

স ম্পা দ কী য়

সময় প্রতিনিয়ত ঘন্টা বাজায়, আমাকে ব্যবহার করো। কারণ সময় থেমে থাকে না; সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় যা বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখে না। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের নিয়মিত কার্যক্রমের আংশিক বিষয়গুলো বর্ষ-১৯, সংখ্যা-২, **'আনন্দ নিউজে'** লিখিতরূপে এবং অনলাইন PDF-এ প্রকাশ পাচ্ছে। **'আনন্দ নিউজ'** প্রকাশনাটি সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে আমার বিশ্বাস। আনন্দ নিউজে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পায়।

'আনন্দ নিউজ' প্রকাশের ফলে বিদ্যালয়ের শুভাকাঙ্খী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক বিদ্যালয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে পারবে মর্মে প্রকাশনাটি প্রকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্পাদক
মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
- মোহাম্মদ সেলিম সরকার
- মোঃ শরিফুল ইসলাম
- তাহমিনা আক্তার

গ্রাফিক্স ও ইলাস্ট্রেশন
মোঃ হৃদয় চৌধুরী

প্রকাশ: ১১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
ডিজিটাল শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	১
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নে চেয়ারম্যান	২
আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গৌরীপুর শাখা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	২
মেধা ভিত্তিক সমাজ গঠনে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল	৩
আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	৩
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম	৪
বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিভাবক মতামত	৫
বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়	৬
আনন্দ শিক্ষা দশক	৭
শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি	৮
জাতীয় প্রতিযোগিতায় কৃতি শিক্ষার্থী	৮
সাফল্যে গাঁথা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল	৯
আনন্দ সম্মাননা	১০
ডিজিটাল শিক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য	১০
বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা	১১
নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ	১১
সাপ্তাহিক শিক্ষক সমাবেশ	১২
কার্যকর ইনহাউজ টিচার্স ট্রেনিং	১১
আনন্দ কম্পিউটার ল্যাব	১৩
আনন্দ বিজ্ঞানাগার	১৩
কৃতি শিক্ষার্থী অ্যালবাম	১৪
আনন্দ পাঠাগার	১৫
আনন্দ আবাসিক ব্যবস্থা	১৫
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১৬
মহান স্বাধীনতা দিবস	১৬
জাতীয় শোক দিবস	১৭
মহান বিজয় দিবস	১৭
আনন্দ শিক্ষা সফর	১৮
টিচার্স অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টি	১৮
শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের যত খবর	১৯
শিক্ষকের কাছে জাতির প্রত্যাশা	২০
বিদ্যালয় ডিজিটাল সেবা সমূহ	২০
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যত সম্পর্ক	২১
বিদ্যালয়-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক	২২
সন্তানের জন্য মা-বাবা'র যত খবর	২৩-২৬
মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় আমরা; ইংলিশ ভার্শন	২৭
মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় আমরা; বাংলা ভার্শন	২৮
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমরা	২৮
ফটো গ্যালারি	২৯
কবিতা	৩০
আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে আমার পথ চলা ও কিছু কথা	৩১
বিদ্যালয়টি অন্য বিদ্যালয় থেকে কেন ব্যতিক্রম	৩১
বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন	৩১
বিদ্যালয়কে ঘিরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩১
চলে গেছে করোনাভাইরাস রেখে গেছে শিক্ষাক্ষত	৩২
বিদ্যালয়ে কেন ইংলিশ ভার্শনে নিজস্ব শিক্ষাক্রম	৩২

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে চাই।

জনাব মোস্তাফা জব্বার

মাননীয় মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠাতা
আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল

জ্ঞানভিত্তিক সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা বর্তমানের জন্য আমাদের সন্তানকে যোগ্য করে তোলেনা। ইংরেজ প্রবর্তিত সতেরো শতকের শিক্ষাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করার জন্য ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আমি গাজীপুর জেলার ছায়াবিথীতে প্রথম আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবিষয়ে নতুনত্ব এনেছে এবং অন্যদিকে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনও এনেছে। আমরা প্রচলিত বই, খাতা, কলম, চক ও ডাস্টার ব্যবহার করার বদলে শিক্ষার্থীকে আনন্দময় ডিজিটাল পদ্ধতির শিক্ষাদান করি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করা।

আমি গৌরীপুর বাজারে ২০০৩ সালে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, যেখানে শুরুতে ব্রিটিশ কারিকুলাম ইংরেজি মাধ্যম পাঠ্যক্রমে পাঠদান আরম্ভ করি। অতঃপর যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে দেশীয় শিক্ষা ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংলিশ ভার্শনের পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যালয়ে নতুন রূপে পাঠদান চালু করা হয়। ২০১৯ সাল থেকে ইংলিশ ভার্শনের পাশাপাশি পৃথক ক্যাম্পাসে বাংলা ভার্শন সংযোজন করা হয়। বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জনাব আলাউদ্দিন তাঁর মেধা, শ্রম, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, সাহস ও দূরদর্শী নেতৃত্ব দিয়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বিদ্যালয়কে আজ পথিকৃৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করতে পেরেছে বলে আমি আনন্দিত।

২০১৮ সালের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া

আমার নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বাংলা ভার্শন সংযোজন করার কারণে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। আপনার সন্তানকে ডিজিটাল যুগের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করে সমাজে জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান

বিশ্ব বরেণ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দের প্রবক্তা মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারের স্বপ্ন দেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তরকরণ। বর্তমান প্রযুক্তি ও প্রগতির বিশ্বে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তি ব্যবহারের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। যার ফলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গৌরীপুর শাখার কার্যক্রম আরও বেগবান করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তি ও প্রগতির সাথে এগিয়ে যেতে ও মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল সর্বদা বদ্ধপরিকর।

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
চেয়ারম্যান

আমরা বিদ্যালয়ে শুরুতে ব্রিটিশ কারিকুলাম ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান করতাম। অতঃপর বাস্তবতার নিরিখে ২০০৯ সালে দেশীয় শিক্ষা ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংলিশ ভার্শনে নতুন আঙ্গিকে পাঠদান শুরু করি। ২০১৮ সালের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে ২০১৯ সালে ইংলিশ ভার্শনের পাশাপাশি পৃথক ক্যাম্পাসে বাংলা ভার্শন সংযোজন করি। বিদ্যালয়টি এলাকাবাসীর চাহিদার যোগান প্রযুক্তি নির্ভর ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যালয়টি ২০০৯ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও ২০১৫ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড থেকে নিবন্ধিত হয়ে জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বোর্ডের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ডিজিটাল শিক্ষা রূপান্তরের পথিকৃৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পায়। বিদ্যালয়টি নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ১৯টি বছর অতিক্রম করে আজ এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা পাশ করে বুয়েট, চুয়েট, কুয়েট, রুয়েট, মেডিকেল কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে কেউ কেউ কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছে এবং বহু শিক্ষার্থী স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করছে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ উল্লসিত।

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গৌরীপুর শাখা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

অতীতকালে সংঘটিত কার্যাবলী ও অতীত ঘটনাগুলোর লিখিত দলিলই বর্তমানে ইতিহাস। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গৌরীপুর শাখা ২০০৩ সালে দুই জন শিক্ষাদ্যোক্তা জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া ও জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন উভয়ের তত্ত্বাবধানে ১৭ জন শিক্ষার্থী ও ৬ জন শিক্ষক নিয়ে গৌরীপুর বাজারে ব্রিটিশ কারিকুলাম ইংরেজি মাধ্যমে বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ২০০৯ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ব্রিটিশ কারিকুলাম ইংরেজি মাধ্যম থেকে **দেশীয় শিক্ষা ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংলিশ ভার্শনে রূপান্তরিত হয়।**

** রবোটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ*

বর্তমানে গৌরীপুর বাজারে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল পৃথক পৃথক ক্যাম্পাসে বাংলা ও ইংলিশ ভার্শনে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২ টি ক্যাম্পাসে ৮৩৬ জন শিক্ষার্থী ও ৭৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে চলছে বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের সার্বিক কার্যক্রম। বিশ্ব বরেণ্য তথ্য প্রযুক্তিবিদ বিজয় বাংলা সফটওয়্যার প্রণেতা, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারের স্বপ্ন গতানুগতিক শিক্ষাকে ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তর করা। তাঁর স্বপ্ন আজও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয়নি; তবে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে গৌরীপুর আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অনেক দূর এগিয়েছে।

মেধা ভিত্তিক সমাজ গঠনে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও আশীর্বাদ দুটি জিনিসকে মাথায় রেখে গৌরীপুরে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের গোড়াপত্তন। একটা লক্ষ্য ছিল, আমাদের ভবিষ্যৎ ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময় উপযোগী শিক্ষা প্রদান। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশ তথা বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় রেখে উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, ডাক ও টেলি যোগাযোগের দায়িত্বে নিয়োজিত বর্তমান সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারের স্বপ্নের বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল তৈরি করেছে এক ঝাঁক সৈনিক। যারা বর্তমানে দেশের পাবলিক, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কানাডা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া সহ উন্নতবিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে লেখা পড়া করছে। গৌরীপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরুতেই অভিভাবক ও এলাকাবাসীর যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনায় আমাদের চলার পথ সহজ হয়েছিল। অত্র এলাকায় বসবাসরত অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ আমাদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ ২০২২ সালের এ পর্যন্ত যত সফলতা এসেছে তার অংশীদার ঐ সকল মহান ব্যক্তিদের অবদানকে স্মরণ করতে পেরে আমি নিজে আনন্দ বোধ করছি। সেইসাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানটি সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সংশ্লিষ্ট সকল পরিচালক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বোর্ডের সম্মানিত কর্মকর্তাদের প্রতি। বর্তমান শিক্ষা কারিকুলাম আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল শিক্ষার্থীদের কেবল মাত্র একুশ শতকের জন্যই তৈরি করবে না বরং ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনেও যোগ্য নাগরিক হিসেবে তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ। একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল শিক্ষার্থীর একাডেমিক কারিকুলাম এর পাশাপাশি কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভেটিজ এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভেটিজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে চলছে। এতে করে জীবনের সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে।

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও পরিচালক
এনএলপি ও হিপনোথেরাপি ট্রেইনার
লাইফ কোচ ফর কিডস, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

জীবন মানেই অনিশ্চিত ভ্রমণ। আমার জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করে উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে নিজেকে পরিচয় ঘটানো এবং পৃথিবীর উন্নত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি নিজের মাতৃভূমিতে একটি মেধা ভিত্তিক সমাজ গঠনের। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর সমগ্র জীবন গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনে আমি তিন সন্তানের জনক। নিজ সন্তানদের বেড়ে ওঠায় আমার অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এবং দেশ-বিদেশ থেকে অর্জিত শিশু বিষয়ক শিক্ষা এই দু'য়ের সমন্বয় সমৃদ্ধ করেছে আমাকে স্কুল পরিচালনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে। যার মাধ্যমে একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য একটি পরিপূর্ণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে এবং এ মান ধরে রাখার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতা আমরা ধরে রাখবো। এর জন্য আপনাদের দোয়া কামনা করছি। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল এর পথচলায় অতীতের মতো আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এ আহবান করছি। আল্লাহ হাফেজ।

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল আলোকিত জাতি গঠনে দূরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যতীত সাধারণ শিক্ষা মানুষকে শিক্ষিত বেকার ছাড়া আর তেমন ভাল কিছুই উপহার দিতে পারেনা। সমাজ কিংবা দেশের এই বেকার নামক বোঝা দূরীকরণের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভার্শনে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। একটি শিশুর মনোদৈহিক উন্নতি সাধনে যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার তা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে বিদ্যমান। আমাদের সময়ে আমরা শিক্ষাকে দেশকেন্দ্রিক মনে করতাম কিন্তু আজকের এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে শিক্ষাকে আর দেশ কেন্দ্রিক ভাবা যায় না। এখন শিক্ষা হয়ে পড়েছে গোটা পৃথিবী কেন্দ্রিক। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষেরা সারা পৃথিবীকে একটি গ্রামের মত মনে করে। সে জন্য প্রয়োজন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ। আর সে লক্ষ্যেই একটি দ্রুতগামী ট্রেন এর ন্যায় কাজ করছে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল। শিশুকে অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া দক্ষ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। আজকের পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা অর্জন করা যা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে বিদ্যমান।

বাস্তবমুখী শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করছে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল। ফলে দেশ ও দেশের বাহিরে কাঙ্খিত স্থান অর্জন করা শুরু করেছে আমাদের শিক্ষার্থীরা। জন্মদাতা হিসেবে গর্ববোধ করছেন অনেক মা-বাবা। প্রযুক্তি যখন পৃথিবীকে হাতেরমুঠোয় নিয়ে আসছে তখন অনেক সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও চলে আসছে যা আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে পারে। অভিভাবক হিসেবে অধিক থেকে অধিকতর দৃষ্টি রাখতে হবে যেন আপনার সন্তানের স্বপ্ন পূরণে প্রযুক্তি যেন কোনো বাধা না হয়। শিক্ষক অভিভাবক এলাকাবাসীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল বাংলাদেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার
পরিচালক

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে আসছে। ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ১৫ তম ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশ্ব বরেণ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, বিজয় বাংলা সফটওয়্যার প্রণেতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যার এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

** জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে শিক্ষার্থীবৃন্দ*

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যার বলেন ইংরেজি শিক্ষার সাথে সাথে গতানুগতিক শিক্ষাকে ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তর করতে হবে। তিনি আরও বলেন ডিজিটাল শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে মা'দের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। প্রধান অতিথি বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে নির্দেশ করে আরও বলেন, বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১৯ সাল থেকে বাংলা ভার্শন চালু করতে হবে। বাংলা ভার্শন চালু করা মানে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া নয়। অতঃপর বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর সমাপনী বক্তব্যে নতুন ভবন প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বাংলা ভার্শন চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরিশেষে ২০১৯ সালে তিনি ইংলিশ ভার্শনের পাশাপাশি পৃথক ক্যাম্পাসে বাংলা ভার্শন সংযোজন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও পরিচালক জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া এবং পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন গৌরীপুর বিলকিস মোশাররফ বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব খোরশেদ আলম সরকার, গৌরীপুর সুবল-আফতাব উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব আলহাজ্ব সেলিম মিয়া তালুকদার, আনন্দ কম্পিউটার্স এর নির্বাহী প্রধান জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন স্যার, গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক ভিপি, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জাহাঙ্গীর আলম, কবি ও কলামিস্ট জনাব আলী আশরাফ খান এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ জওহর লাল বনিক প্রমুখ। সকল অতিথিগণ অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন যা থেকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপ্রাণিত হয় ও পথ চলার নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

** ২০১৮ সালের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তৃতায় জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যার*

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পদ লাভ করায় রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ২০১৯ সালে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বিরত রাখা হয়। ২০২০ সালে মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রধান অতিথি করে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ ও ২০২২ সালে বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে যে কোনো সমাবেশ, অনুষ্ঠান আয়োজন নিষিদ্ধ থাকায় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটি অব্যাহত রাখা যায়নি।

সন্তানের ভবিষ্যৎ এ আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল

আমি একজন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরি ত্যাগ করে, শুধু মেয়েকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুরে চলে আসি। সোস্যাল মিডিয়া ও স্থানীয় লোকজন এর মারফত আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের খবর জানতে পারি। পরবর্তীতে স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের অভিভাবকদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হই যে, আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের পরিবেশ ও পড়ার মান অনেক ভাল। মেয়েকে ইংলিশ ভার্শনে প্লে-গ্রুপে ভর্তি করাই। স্কুলের পাঠদান পদ্ধতি অসাধারণ। শিশুরা খুব সহজেই আনন্দের সাথে শিখতে পারে। শিশুদের খুবই যত্ন সহকারে পাঠদান করানো হয়। শুধু শিশুদের নয়, বড়দেরকেও সু-সৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে রেখে দক্ষ শিক্ষক দ্বারা নৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। আমার মেয়ের ইতিবাচক পরিবর্তনে আমি খুশি। অল্প দিনেই সে অনেক কিছু শিখেছে। ছোট হলেও ইংরেজিতে বেশ দক্ষও হয়েছে। শ্রেণি শিক্ষক তাকে যেভাবে পড়ায় বা শেখায় তাকে আর বাসায় পড়ানোর দরকার হয় না। এভাবে চললে আশা করি আমার লক্ষ্য পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ।

স্কুল সম্পর্কে যতটা শুনে এসেছিলাম স্কুলটি তার থেকে কোনো দিক থেকে কম নয়। আমার দৃষ্টিকোন থেকে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের উপর ভরসা করা যায়।

মোঃ ইকবাল হাসান
অভিভাবক
ফারিহা হাসান ইরা (শিক্ষার্থী)
প্লে-গ্রুপ (ইংলিশ ভার্শন)

কেন আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল বেছে নিয়েছি

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে আন্তরিক পরিবেশ ও সৃষ্টিশীল মেধাবী শিক্ষকদের সাহচর্যে শিশুকাল থেকেই আলো প্রস্ফুটিত হতে থাকে ভবিষ্যত প্রজন্মের। সারাদেশে এই স্কুলটির আলাদা সুনাম রয়েছে। মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি স্কুলটিকে এমন উচ্চতায় নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি। শিক্ষার মান বিবেচনায় আমার সন্তানকে আমি এই স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। দাউদকান্দি সদর থেকে আমার সন্তান গৌরীপুর আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যায়। তাদের আছে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা। নিজেদের ক্যাম্পাসেই আছে খাবারের ক্যান্টিন। যেখানে নিজ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে তৈরি করা হয় খাবার। আছে সার্বক্ষণিক নিজস্ব নিরাপত্তা বলয় ব্যবস্থা। এই স্কুলের পাঠদান পদ্ধতি গতানুগতিক নয়; শুধু মাত্র মুখস্থ বিদ্যা নির্ভর নয়। বলা হয় যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত। সে ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই সু-শিক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেই। যা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল দিয়ে যাচ্ছে। এখানে নৈতিকতা আর মননশীল মানবিকতারও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল সু-প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে সৃজনশীল ও সু-শৃঙ্খলার জন্য। শত-শত বিদ্যাপীঠ যেখানে কোনো রকমে তাদের পাঠ্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য, সেখানে আনন্দ মালিটমিডিয়া স্কুল একটি দৃশ্যমান ব্যতিক্রম বলেই আমার কাছে মনে হয়। বিকশিত হোক মেধা, এই স্কুলের প্রতিটি মেধাবীই দেশ গঠনে রাখবে স্ব-স্ব প্রতিভার স্বাক্ষর। এমনটাই আমার প্রত্যাশা।

মারিয়াম আকতার রুপা
অভিভাবক
মোঃ রিদিম (শিক্ষার্থী)
চতুর্থ শ্রেণি (ইংলিশ ভার্শন)

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয়

গৌরীপুর আনন্দ মালিটমিডিয়া স্কুলটি বৃহত্তর দাউদকান্দিতে সেরা মানের স্কুল হিসেবে পরিচিত। আমি এই ভেবে আনন্দিত যে, বিদ্যালয়টি 'আনন্দ নিউজ' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

একটা স্কুলের মান নির্ভর করে ঐ স্কুলের শিক্ষার মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ও শিক্ষকের দক্ষতার উপর। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের এই গুণাবলী শতভাগ বিদ্যমান। অত্র গৌরীপুরে অন্যান্য স্কুলগুলো নিজেদের ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের জন্য যেখানে রাত-দিন কাজ করে সেখানে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল রাতদিন গুণগত শিক্ষা সেবা বাস্তবায়নে কাজ করে। এই স্কুল শিক্ষার্থীর সকল ধরনের উন্নয়নের জন্য আন্তরিক ও বিরতিহীন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সাফাল্য কামনা করছি।

মোঃ আব্দুল বাছেদ
অভিভাবক
মোঃ তাওসিফ করিম (শিক্ষার্থী)
অষ্টম শ্রেণি (ইংলিশ ভার্শন)

প্রযুক্তি নির্ভর ইংরেজি শিক্ষায় আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল

যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে সন্তানের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনে চাই প্রযুক্তি নির্ভর ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা। আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি নির্ভর ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার জন্য অত্র এলাকায় আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের বিকল্প নেই। অত্র বিদ্যালয়ের কো-কারিকুলামের অংশ হিসেবে বাংলা ও ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করে। কারণ এতে শিক্ষার্থীর প্রতিভা বিকশিত হতে সহায়তা করে।

১৩ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল আছে প্রতিটি অভিভাবকের সাথে। আসুন আমরা বিদ্যালয়ের পাশে থেকে আমাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলি।

ডা. মোঃ কামাল সারোয়ার (বাবু)
অভিভাবক
কাশফিয়া সারোয়ার পুতুল (শিক্ষার্থী)
দশম শ্রেণি (বাংলা ভার্শন)

বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়

বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার মানোন্নয়নের পূর্ব শর্তকে চিহ্নিত করতে গিয়ে মোটাদাগে চিহ্নিত করেন নিয়োগকৃত জনবলের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা; পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার উন্নয়ন; অভিভাবকের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ; শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল; পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহারসহ শিক্ষার হাতেখড়ি বিষয়ে গুরুত্বারোপ।

মোঃ সেলিম সরকার
উপাধ্যক্ষ
ইংলিশ ভার্শন

স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা

একটি প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার পূর্ব শর্তই হচ্ছে; জনবলের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা। স্বচ্ছতা মানেই পক্ষপাতশূন্য বিশুদ্ধতা। যেখানে থাকবে পূর্ণ নিয়ম-নীতি ও মিলবে মুক্তি। দায়বদ্ধতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে হবে বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি দিনের প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতা।

প্রগতিশীল প্রশাসনের নেতৃত্ব দানে প্রতিটি জনবলের প্রতিদিনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মনোন্নয়ন সম্ভব।

মোঃ শরিফুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ইংলিশ ভার্শন

পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার উন্নতিকরণ

পেশাদারিত্ব অর্থ হচ্ছে পেশার গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিনিয়ত দক্ষতা অর্জন করে স্ব-স্ব কর্ম-সম্পাদন করা। পেশাদারিত্বের জন্য প্রয়োজন কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সময়ানুবর্তিতা, সততা, নিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও উদ্যমতা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারলেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব।

তাহমিনা আক্তার
সহকারী শিক্ষক
ইংলিশ ভার্শন

পাঠদানে প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিশ্চিতকরণ

আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রতিটি শিক্ষককে প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করা ও শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে আনন্দময় ডিজিটাল শিক্ষার সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থী যুক্ত করতে পারলেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব।

মোঃ শাহিন ফেরদৌস
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলা ভার্শন

বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। কারণ অভিভাবকই শিক্ষার্থীর প্রথম এবং সার্বক্ষণিক শিক্ষক। দূর্ভাগ্য যে আমাদের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে আসতে উদাসীন। অভিভাবকের সাথে বিদ্যালয়ের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলেই শিক্ষার মান্নোয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলা ভার্শন

শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল ক্রমশ উন্নয়ন

পরীক্ষার উৎপত্তিই হয়েছে শিক্ষার্থীর জীবনমান নির্ধারণ ও গতিপথ পরিবর্তনের জন্য। সেই জন্য শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার ফলাফলের গুরুত্বের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা যেমন জরুরি তার চেয়ে বেশি জরুরি শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ভীতি দূর করা। বছরের শুরু থেকে শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে যথা সময়ে পাঠ সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে তুলতে পারলেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।

আয়েশা সিদ্দিকা
সহকারী শিক্ষক
বাংলা ভার্শন

শিক্ষার হাতেখড়ি প্রয়োগ

শিক্ষার হাতেখড়ি জীবনের প্রয়োজনীয় ও প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য আমরা এখানেই অকার্যকর। প্রযুক্তিগত শিক্ষার আদলে শিক্ষার হাতেখড়ি চর্চায় যতক্ষণ না শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পৃক্ত করা যায় ততক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে না।

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ের সম্মানিত চেয়ারম্যান ২০২২-২০৩১ সাল পর্যন্ত ১০ বছর "আনন্দ শিক্ষা দশক" ঘোষণা করেন। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য এক্সক্লুসিভ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করেন। গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীগণ "আনন্দ শিক্ষা দশক" বাস্তবায়নে মোটাদাগে বহুমাত্রিক সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী

- জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
  চেয়ারম্যান
- জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
  পরিচালক
- জনাব মোঃ সেলিম সরকার
  উপাধ্যক্ষ
- জনাব মোঃ শাহিন ফেরদৌস
  প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
  প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
  প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- জনাব মোঃ শাহ্জাহান মুন্সী
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব পাপিয়া দাস
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব এম.এ. হাসান
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব মোঃ জামাল হোসাইন
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব গোলাম হাসনাইন হাসান
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব ফরিদুজ্জামান
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব আকলিমা ইসলাম
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব ফারজানা আক্তার
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব মোঃ ইখতিয়ার উদ্দিন
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব দেলোয়ারা জাহান
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব এমদাদুল হক
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব আয়েশা সিদ্দিকা
  সহকারী শিক্ষক
- জনাব আব্দুল আহাদ
  সহকারী শিক্ষক

সৃষ্টিকর্তাই মহান

আনন্দ শিক্ষা দশক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
এক্সক্লুসিভ গোলটেবিল বৈঠক

তারিখ : ০৭ জানুয়ারি, ২০২২খ্রি.
স্থান : শিক্ষক মিলনায়তন

* এক্সক্লুসিভ গোলটেবিল বৈঠক

"গোলটেবিল বৈঠকে বিদ্যালয় চেয়ারম্যান 'আনন্দ শিক্ষা দশক' বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে সকল শিক্ষককে অনুরোধ করেন"

বহুমাত্রিক সুপারিশ

- বিদ্যালয় পরিচালন মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়ন;
- প্রশাসন কর্তৃক সর্বক্ষেত্রে সু-শাসন নিশ্চিতকরণ;
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সতন্ত্র সেল গঠন;
- সকল জনবলকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধকরণ;
- লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ;
- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- গতানুগতিক শিক্ষাকে ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তর;
- কার্যকর ইনহাউজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
- অভিভাবক সমাবেশে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
- নিজস্ব ডিজিটাল ক্যাম্পাসে বিদ্যালয় পরিচালন;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তর ভিত্তিতে কো-অর্ডিনেশন;
- শিক্ষার্থীর অটো প্রমোশন বন্ধকরণ;
- শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই স্বচ্ছকরণ;
- বছরব্যাপী কো-কারিকুলাম কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ;

গোলটেবিল বৈঠকে সম্মানিত আলোচকগণ শিক্ষার মানোন্নয়নে "আনন্দ শিক্ষা দশক" যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে একমত পোষণ করেন। বিদ্যালয় প্রশাসন যদি গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত সুপারিশগুলো যথার্থ বাস্তবায়ন করে বছরব্যাপী পথ চলার প্রয়োগ-প্রাপ্তির হিসাব বিশ্লেষণ করতে পারে; আমাদের বিশ্বাস "আনন্দ শিক্ষা দশক" যথার্থ আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গঠন করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ্।

Learning Today
কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত EIIN-134286
Leading Tomorrow
আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ
বাংলা ক্যাম্পাস 01752-526610
ভর্তি চলছে
ইংলিশ ক্যাম্পাস 01824-996555
গৌরীপুর বাজার, হোমনা রোড, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
গৌরীপুর বাজার, লক্ষ্মীপুর রোড, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি

* ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এ্যাওয়ার্ড-২০২২ গ্রহণ করছেন চেয়ারম্যান মহোদয়

একটি উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে হলে প্রয়োজন সমৃদ্ধ শিক্ষা। আজকের প্রজন্মের জন্য চাই যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা। প্রযুক্তি, জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি-নৈতিকতা, সততা, দায়বদ্ধতা, দেশ প্রেমে উজ্জীবিত এক জাতি গঠনে অসামান্য অবদানের জন্য বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ থেকে **"শেরে বাংলা গোল্ডেন এ্যাওয়ার্ড- ২০২২"**, সার্ক কালচারাল ফোরাম থেকে **"মুজিববর্ষ স্বাধীনতা সম্মাননা-২০২২"** এবং বেঙ্গল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়েস্ট বাংলা, ইন্ডিয়া) থেকে **"ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এ্যাওয়ার্ড-২০২২"** অর্জন করেন। যে সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিদ্যালয়কে সর্বদা একনিষ্ঠতার সাথে সহযোগিতা করে আসছেন তাঁদের প্রতি জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এ্যাওয়ার্ডগুলো উৎসর্গ করেন।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় কৃতি শিক্ষার্থী

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের অষ্টম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী **মোঃ তাওসিফ করিম** বরাবরই একজন সৃষ্টিশীল শিক্ষার্থী। সে সর্বদা কম্পিউটার, গণিত ও বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে এবং সমাধানে কৌতুহলী। সে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০২২ গণিত ও কম্পিউটার বিষয়ে কুমিল্লা জেলায় **১ম স্থান** অর্জন করে বিভাগীয় পর্যায় উত্তীর্ণ হয়ে জেলা প্রশাসক জনাব কামরুল ইসলাম স্যারের হাত থেকে সাফল্যের সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। অতঃপর চট্টগ্রাম বিভাগে **৩য় স্থান** অর্জন করে বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আশরাফ উদ্দিন স্যারের হাত থেকে সাফল্যের সার্টিফিকেট গ্রহণ করে এবং **ডাচ্ বাংলা ব্যাংক | প্রথম আলো ফিজিক্স অলিম্পিয়াড-২০২২** প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে **ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের** হাত থেকে **জাতীয় মেডেল** গ্রহণ করেছে।

বিদ্যালয় বিশ্বাস করে **তাওসিফ করিমের** মেধা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার বদৌলতে দেশ-বিদেশে বিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

চলতি শিক্ষাবর্ষে শূন্য আসনে

বাংলা ও ইংলিশ ভার্সনে

প্লে-গ্রুপ থেকে নবম শ্রেণিতে

ভর্তি চলছে

* কুমিল্লা জেলায় ১ম স্থান অর্জনে সার্টিফিকেট গ্রহণ

* চট্টগ্রাম বিভাগে ৩য় স্থান অর্জনে সার্টিফিকেট গ্রহণ

* ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার থেকে মেডেল গ্রহণ

"তরুণ প্রজন্মের কর্ম-সংকট উত্তরণে অন্যতম উপায় প্রযুক্তিনির্ভর ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা"

বিগত ৮ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের হার	A+	A	উপজেলায় অবস্থান
২০২১	৫১ জন	১০০%	৩৪ জন	১৭ জন	প্রথম
২০২০	৪৬ জন	১০০%	০৬ জন	৪০ জন	প্রথম
২০১৯	২৫ জন	১০০%	০৮ জন	১৭ জন	প্রথম
২০১৮	২৭ জন	১০০%	১২ জন	১৫ জন	প্রথম
২০১৭	১৬ জন	১০০%	০৯ জন	০৭ জন	প্রথম
২০১৬	২৬ জন	১০০%	০২ জন	২৪ জন	প্রথম
২০১৫	১৩ জন	১০০%	১৩ জন	-	প্রথম
২০১৪	১৫ জন	১০০%	১২ জন	০৩ জন	প্রথম
সর্বমোট	২১৯ জন	১০০%	৯৬ জন	১২৩ জন	-

বিগত ১০ বছরের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের হার	A+	A	উপজেলায় অবস্থান
২০২১	৫০ জন	১০০%	করোনাকালীন		
২০২০	৫৮ জন	১০০%	করোনাকালীন		
২০১৯	৫৫ জন	১০০%	০৯ জন	৪৬ জন	প্রথম
২০১৮	৪৯ জন	১০০%	০৪ জন	৪৫ জন	প্রথম
২০১৭	৪৭ জন	১০০%	৩২ জন	১৫ জন	প্রথম
২০১৬	৩৩ জন	১০০%	২২ জন	১১ জন	প্রথম
২০১৫	২৮ জন	১০০%	২৮ জন	-	প্রথম
২০১৪	১৬ জন	১০০%	১৪ জন	০২ জন	প্রথম
২০১৩	২৬ জন	১০০%	২৫ জন	০১ জন	প্রথম
২০১১	১৫ জন	১০০%	০৬ জন	০৯ জন	প্রথম
সর্বমোট	৩৭৭ জন	১০০%	১৪০ জন	১২৯ জন	-

বিগত ৮ বছরের পিইসি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের হার	A+	A	উপজেলায় অবস্থান
২০২১	৪১ জন	১০০%	করোনাকালীন		
২০২০	৫৪ জন	১০০%	করোনাকালীন		
২০১৯	৪২ জন	১০০%	২১ জন	২১ জন	তৃতীয়
২০১৮	৪১ জন	১০০%	৩৭ জন	০৪ জন	প্রথম
২০১৭	৪৭ জন	১০০%	২৫ জন	২২ জন	প্রথম
২০১৬	৪৭ জন	১০০%	২৬ জন	২১ জন	দ্বিতীয়
২০১৫	৩৮ জন	১০০%	১৮ জন	২০ জন	চতুর্থ
২০১৪	৩৩ জন	১০০%	০৫ জন	২৮ জন	পঞ্চম
সর্বমোট	৩৪৩ জন	১০০%	১৩২ জন	১১৬ জন	-

** আনন্দ সম্মাননা গ্রহণ মুহূর্তে মহতীগণ*

বিশ্ব বরেণ্য তথ্য প্রযুক্তিবিদ বিজয় বাংলা সফটওয়্যার প্রণেতা, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারের প্রতিষ্ঠিত আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের পাশে দীর্ঘ সময় ধরে থেকে অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যালয় ২০১৬ সালে মহতীদেরকে আনন্দ সম্মাননা প্রদান করেন।

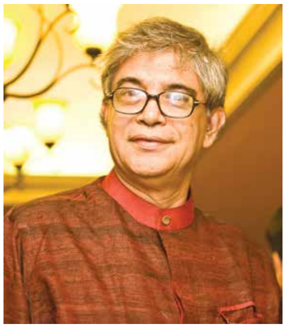

জনাব মোস্তাফা জব্বার মাননীয় মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠাতা
আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল

খোরশেদ আলম সরকার
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ

আলহাজ্ব আলী আশরাফ
চেয়ারম্যান, জিয়ারকান্দি ইউ.পি

মোসাম্মৎ পারুল আক্তার
সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ভি.পি.
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
অধ্যক্ষ, বরকোটা স্কুল এন্ড কলেজ

মোঃ সেলিম মিয়া তালুকদার
সহকারী প্রধান শিক্ষক, গৌরীপুর এস.এ. হাই স্কুল

মাহবুব আলম সরকার
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ

মোঃ আলী আশরাফ খান
কবি, কলামিষ্ট ও লেখক

জওহর লাল বণিক
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ

ডিজিটাল শিক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য

ইংরেজ প্রবর্তিত সতেরো শতকের শিক্ষাকে ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তরিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর গাজীপুর জেলার জোড় পুকুর পাড় গ্রামে প্রথম আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবিষয়ে নতুনত্ব এনেছে এবং অন্যদিকে পাঠদান পদ্ধতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনও এনেছে। প্রচলিত বই, খাতা, কলম, চক ও ডাস্টার ব্যবহার করার বদলে বিজয় শিশু শিক্ষা সফট্ওয়ারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আনন্দময় ডিজিটাল পাঠদান করানো হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের ফলে বিদ্যালয়ে আসতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে; যা কল্পনাতীত সাফল্য।

বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা

* ৯ম বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা (ইংলিশ ভার্শন)

বিতর্ক মূলত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের যুক্তি তর্কের উপস্থাপনকে বুঝায়। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল শিক্ষার্থীর লিডারশিপ কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে শিক্ষার কো-কারিকুলামের অংশ হিসেবে সময়োপযোগী বিষয় নির্ধারণ করে ২০১৪ সাল থেকে ইংরেজি মাধ্যমে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। বাংলা ভার্শন চালু হওয়ার পর থেকে ২০২১ সাল থেকে ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি বাংলা মাধ্যমেও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। বিচারক মন্ডলীর বিচার কার্যের ফলাফলে জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে বিজয়ী দলকে ট্রফি ও সকল প্রতিযোগীদের গোল্ড মেডেল প্রদান করে বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।

* বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা (বাংলা ভার্শন)

নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ

* অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ ও বিদ্যালয় প্রশাসন

অভিভাবক সমাবেশ আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের একটি নিয়মিত আয়োজন। শ্রেণি ভিত্তিক সমাবেশে অভিভাবক একটি বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন ছেলে-মেয়েরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে গেছে। যা শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। উক্ত সমাবেশে বিদ্যালয় প্রশাসন ও অভিভাবকের আলোচনায় গুরুত্ব পায় যে কোনো মূল্যে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা। সমাবেশে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর দায়িত্ব পালন ও গ্রহণে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন। বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মহোদয় অভিভাবক সমাবেশে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি পালন এবং মোবাইল ফোনের অপব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে অভিভাবককে অনুরোধ করেন।

সাপ্তাহিক শিক্ষক সমাবেশ

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে শিক্ষক সমাবেশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে সাপ্তাহিক শিক্ষক সমাবেশে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মহোদয় শিক্ষক কি; শিক্ষকতা পেশা; শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি বলেন- "একজন শিক্ষক হবেন প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক, দৃঢ়চেতা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, নিরপেক্ষ অকুতোভয় সত্যবাদী, মননশীলতায় সতন্ত্রবাদী, চিন্তা-চেতনায় ধৈর্যশীল, স্বতঃস্ফুর্ত অঙ্গীকারী ও মানবতাবাদী সমাজ হিতৈষী এক পন্ডিত"।

শিক্ষকতা পেশা- শিক্ষকতা পেশা হবে সর্বপেশার সর্ব আদর্শের পথিকৃৎ পেশা। শিক্ষকতা পেশায় থাকতে হবে নিয়মানুবর্তিতা, আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও আপোষহীন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। একজন শিক্ষক মানেই শিক্ষার্থীর কাছে একটি পৃথিবী।

** শিক্ষক সমাবেশে বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মহোদয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ*

শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, সমৃদ্ধ শিক্ষাই পারে সমৃদ্ধ জাতি গড়তে। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষকের বিকল্প নাই। সুতরাং শিক্ষককে তার উদাসীনতা পরিহার করে পেশাদারিত্বের উন্নয়ন ঘটিয়ে সমৃদ্ধ জাতি গঠনে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করতে হবে। আনন্দ শিক্ষা দশক বাস্তবায়ন পূর্বক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষককে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

কার্যকর ইনহাউজ টিচার্স ট্রেনিং

মানসম্মত শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সারা বছরব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া। সরকারি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নিজ উদ্যোগে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব গঠনে, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধিতে ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ সহ বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে যুগোপযোগী শিক্ষক তৈরি করণে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল সর্বদা বদ্ধপরিকর।

** প্রশিক্ষণ কর্মশালাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ*

আনন্দ কম্পিউটার ল্যাব

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল কম্পিউটার বেইজ্‌ড স্কুল। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই একটি ল্যাব স্থাপন করে বিদ্যালয়টি শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে আসছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও সু-সজ্জিত ল্যাবে রয়েছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ও ডিসপ্লে বোর্ড। প্রতিটি কম্পিউটার টেবিলের সঙ্গে রয়েছে আধুনিক সব ডিভাইস, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতিদিনের প্রতিটি অনুশীলন সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। ল্যাব সাধারণত এমনভাবে সাজানো হয়ে থাকে যেন তত্ত্বীয় জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার করে প্রতিটি শিক্ষার্থী, সে যেকোনো বয়সেরই হোক না কেন অবলীলায় কম্পিউটার ব্যবহার করে বিশ্বমানের তথ্যপ্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ পাচ্ছে।

আনন্দ বিজ্ঞানাগার

বস্তু জগতের কোনো কিছু গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা অর্জিত বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয়ে রয়েছে বিষয় ভিত্তিক বিজ্ঞানাগার। বিজ্ঞান আবেগের বিষয় নয়; বিজ্ঞান প্রমাণের বিষয়। বিজ্ঞানে তত্ত্বীয় জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রমাণের জন্য পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান তিনটি বিষয়কে বিজ্ঞান বিভাগের আওতায় বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পুস্তক প্রণয়ন করেছে। বিজ্ঞান বিভাগের আওতায় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক আধুনিক বিজ্ঞানাগার। বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকগণ রুটিন মোতাবেক বিজ্ঞানাগারে তত্ত্বীয় জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে থাকেন।

কৃতি শিক্ষার্থী অ্যালবাম

অত্র বিদ্যালয় থেকে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা আজ বুয়েট, চুয়েট, রুয়েট মেডিকেল কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধ্যয়ন করছে। আবার কেউ কেউ অধ্যয়ন শেষে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছে। এই কৃতি শিক্ষার্থীরা একদিন দেশকে পরিচয় করিয়ে দিবে বিশ্বের সাথে, প্রমাণ করবে তাদের মেধা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞা।

ইকবাল হাসান জয়
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

রাজিন আহম্মেদ ইমন
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)

মোঃ রায়হান মজুমদার
সেনাবাহিনী অফিসার ক্যাডেট

ইয়াছমিন আক্তার ঈশিতা
নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ

আয়েশা সিদ্দিকা
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

নুসরাত জেবিন বর্ণ
ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা

মুনিফুল ইসলাম ইনান
ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা

সাদিয়া সবির সাকিবা
সমরিতা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

তানিয়া আক্তার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেহেদী হাসান সৌরভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সফিউল বাশার
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ইমরান হোসেন
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

শুভ চন্দ্র রায়
ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আইইউবিএটি

অভিময় বনিক
অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি

তাসনিয়া শারমিন শান্তা
টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ বার্লিন, জার্মান

সামিয়াতুন সুলতানা
ডি মন্টফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ড

জিহাদ হাসান
লাইসি গুস্তাভে আইফেল, ইংল্যান্ড

নাহিদ হাসান রাফি
মেমোরিয়াল ইউনিয়ন, কানাডা

বায়দুল ইসলাম বাপ্পী
ফেয়ারলেই ডিকেন্স ইউনিভার্সিটি, কানাডা

আবু সাঈদ মোহাম্মদ কায়েস
সেন্টানিয়াল কলেজ, কানাডা

শাওন আহম্মেদ
কনকর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ

ফাহিম হাসান
ব্রিজপোর্ট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ

ইমতিয়াজ উদ্দিন তানভীর
টোকিও ইউনিভার্সিটি, জাপান

মোঃ আরাফাত
সিএসই, তেজগাঁও কলেজ

নাইমুর রহমান নাঈম
টেরেটরি অফিসার, ইউনিলিভার

আনন্দ পাঠাগার

অসীম জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছে পাঠাগার। পাঠাগার যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণ। পাঠাগারের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেদের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে নিতে কিংবা শাণিত করতে পারে। শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি বিষয়ের জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত বই ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের জন্য রয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল। শিশুদের জ্ঞানের বিকাশ সাধনে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন গল্প, ছড়া ও ভ্রমণবিষয়ক পুস্তক রাখা হয়েছে। এসব বই পড়ে শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও পুলকিত হয় এবং আনন্দ পায়। পরীক্ষায় পাশের জন্য পাঠ্যবই; কিন্তু জীবন যুদ্ধে জয়ের জন্য চাই পাঠাগারের বই। পাঠাগার হচ্ছে সকল বয়সী মানুষের জন্য রোগ মুক্তির আঙ্গিনা।

"জীবন সংগ্রামে বিজয়ী
হতে চাও,
কালক্ষেপণ না করে
পাঠাগারে যাও"

আনন্দ আবাসিক ব্যবস্থা

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল শুরু থেকে দূরের কিংবা কাছের শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুবিধার জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করেছে। আবাসিকে প্রতিটি কক্ষে বিছানা, পড়ার টেবিল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র শিক্ষার্থীর মনোরঞ্জনের জন্য সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি কক্ষে সিসি ক্যামেরা সংযোগ রয়েছে। মেয়েদের জন্য রয়েছে আলাদা আবাসিক ব্যবস্থা। শিক্ষাসহায়ক/শিক্ষাবান্ধব পরিবেশে প্রতিটি কক্ষ সাজানো। পারিবারিক আঙ্গিনার ন্যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশন ও নিবিড় পরিচর্যার জন্য এখানে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োজিত আছে।

** আবাসিকে লেখা-পড়া অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী*

ক্যান্টিন ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত সুস্বাদু খাবার নিয়ে ক্যান্টিন ব্যবস্থা চালু আছে। ক্যান্টিনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণও সরবরাহ করা হয়।

** স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা*

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল বরাবরই জাতীয় দিবসগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যার ফলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। এই দিবসের শুরুতে প্রভাতফেরি, শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহিদদের জন্য দোয়া ও পরে দিনব্যাপী আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতাসহ চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।

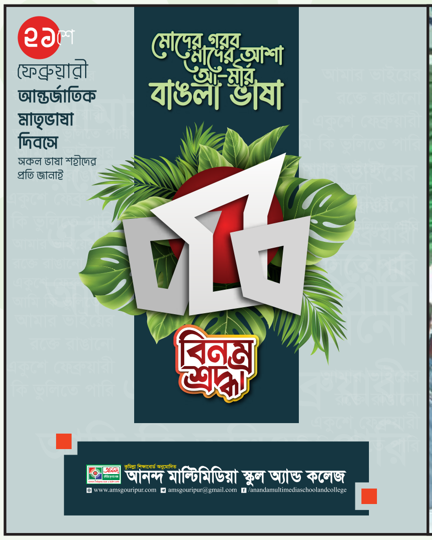

* প্রধান অতিথির হাত থেকে গোল্ড এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছে শিক্ষার্থী

২০২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সমাজসেবক ও ১৮নং জিংলাতলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন মোল্লা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার, অধ্যক্ষ ড. সন্তোষ মজুমদার, প্রসাশনিক কর্মকর্তা জনাব শাহীন ফেরদৌস। উক্ত দিবসে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও নিয়মনীতি পরিপালনে শিক্ষার্থীদেরকে প্রিন্সিপাল এ্যাওয়ার্ড, গোল্ড এ্যাওয়ার্ড, ব্রঞ্জ এ্যাওয়ার্ড ও সিলভার এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস

* আলোচনা সভায় বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মহোদয়

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রতি বছরই যথাযথ মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস পালন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২ সালেও ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। প্রধান অতিথি উপস্থিত সকলের মাঝে মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ জনাব সেলিম সরকার।

জাতীয় শোক দিবস

** আলোচনা সভায় বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ*

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণার পর থেকে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রতি বছরই যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করে আসছে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২ সালে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সচিত্র ভিডিও প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ জনাব সেলিম সরকার। উপস্থিত সকলে জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করেন।

মহান বিজয় দিবস

** আলোচনা সভায় বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ*

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রতি বছরই যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১ সালে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সরকারের নির্দেশনা মেনে দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা সভা এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। উক্ত দিবসে বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এবং পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকারসহ সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

আনন্দ শিক্ষা সফর

শিক্ষার কো-কারিকুলাম অংশ হিসেবে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রতি বছর শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনে সমৃদ্ধ হতে পারে।

শিক্ষা সফরে উপস্থিত সকল স্তরের মাঝে র‍্যাফেল ড্র আয়োজন করা হয়। যা কেবল আনন্দই দেয় না পাশাপাশি ভাগ্য গণনাও করে উক্ত দিনে সংক্ষিপ্ত আকারে নাচ, গান, আবৃত্তির মাধ্যমে বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীর জন্য ঐ দিনটি হয়ে থাকে তার জীবনের স্মরণীয় দিন।

টিচার্স অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টি

** টিচার্স অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টিতে আনন্দ পরিবার*

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা ভূইয়ার উদ্যোগে গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২১ সালে কর্মরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর পরিবার নিয়ে মোহনপুর পর্যটন (প্রাঃ) লিমিটেডে (মতলব উত্তর, চাঁদপুর) অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টির আয়োজন করা হয়। সেই দিনটি আনন্দ পরিবারের জন্য স্মরণীয় দিন।

শিক্ষা মানুষের জীবনমানকে উন্নত করে, পথ চলাকে সহজ থেকে সহজতর করে। শিক্ষকতা সকল পেশার সেরা পেশা এবং একটি মহৎ পেশা। একজন শিক্ষক হচ্ছেন প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক, দৃঢ়চেতা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, নিরপেক্ষ অকুতোভয় সত্যবাদী, মননশীলতায় সতন্ত্রবাদী, চিন্তা-চেতনায় ধৈর্যশীল, স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারী, মানবতাবাদী সমাজ হিতৈষী পন্ডিত ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এক অনন্য কারিগর। একজন শিক্ষক মানে-ই শিক্ষার্থীর জন্য একটি পৃথিবী। একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীর দিক-নির্দেশক তথা শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। শিক্ষার্থীরা পৃথিবীতে কত বড় মানুষ হবে তা নির্ভর করবে শিক্ষকের অনুপ্রাণিত প্রেরণার উপর।

শিক্ষকের অর্জিত বিদ্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আকাঙ্খা অনুযায়ী সঞ্চারিত করা খুব সহজ কথা নয়। এজন্য শিক্ষককে যেমন দায়িত্ব সচেতন হতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষা গ্রহণে যথাসম্ভব আগ্রহী হতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটাতে পারে তাদের মেধা দ্রুততই বিকশিত হয়। কিন্তু যাদের মাঝে শিক্ষাগ্রহণে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয় তাদের মাঝে প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই শিক্ষককে তার নিজের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন জানা দরকার, তেমনি শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠদানের ফলপ্রসূ পদ্ধতিও জানা দরকার। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের প্রাণ। তাকে ঘিরেই পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। তাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে শেষ করা যাবে না। **নিম্নে শিক্ষকের কিছু মৌলিক দায়িত্ব তুলে ধরা হলো-**

- শিক্ষককে সর্বদা সময়নিষ্ঠাবান হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে;
- ক্লাস রুটিন অনুযায়ী সময়মত ক্লাসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে;
- পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে হবে;
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিজ দায়িত্বের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;
- গৃহীত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে হবে;
- ক্লাসে পাঠদান যান্ত্রিক না হয়ে যেন আনন্দঘন পরিবেশে হয় সেদিকে খেয়াল রেখে পাঠদান করতে হবে;
- শিক্ষার্থীকে পাঠ আয়ত্ত করার কৌশল শিখাতে হবে;
- পরীক্ষার খাতায় উপস্থাপন ও ভালো ফলাফল অর্জন করার কৌশল শিখাতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়াতে তাদের প্রশ্ন করতে সুযোগ দিতে হবে এবং নিজে উত্তর দিতে চেষ্টা করতে হবে;
- পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;
- শিখনফল অর্জিত হচ্ছে কিনা তা ক্লাশ টেস্টের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে;
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করতে হবে, Lesson Plan প্রণয়ন করে তদনুসারে ক্লাস করতে হবে;
- শিক্ষক হবেন একজন পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মত যাতে তিনি সব রকম জ্ঞান অর্জনে সদা সচেষ্ঠ থাকতে পারেন;
- শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করার মত যোগ্যতা শিক্ষকের থাকতে হবে;
- শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক বিকাশে কাজ করতে হবে;
- ছোটদের স্নেহ, বড়দের সম্মান ও সমবয়সীদের সঙ্গে করণীয় আচরণের শিক্ষা দিতে হবে;
- শিক্ষার্থীর মেধা ক্রমানুসারে মেধাবী, মধ্য মেধাবী ও স্বল্প মেধাবীদের মিলিয়ে পাঠদান করতে হবে;
- বাংলা ও ইরেজিতে শুদ্ধ করে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে;
- শিক্ষককে সর্বকালের, সর্বপেশার ও সর্ব আদর্শের পথিকৃৎ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে;

“আপনার সন্তানের প্রত্যাশা পূরণে আমরা আছি আপনার পাশে”

শিক্ষকের কাছে জাতির প্রত্যাশা

জাতির প্রত্যাশা একজন শিক্ষক হবেন নিয়মানুবর্তিতায়, আন্তরিকতায়, স্বচ্ছতায়, সততায়, জবাবদিহিতায়, কর্তব্যপরায়ণতায়, নিরপেক্ষতায়, মননশীলতায়, চিন্তা-চেতনায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারবদ্ধ মানবতাবাদী সমাজ হিতৈষী পন্ডিত। যার বদৌলতে শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ মানব।

বিদ্যালয় ডিজিটাল সেবা সমূহ

- ঘরে বসে আপনার সন্তানের বিদ্যালয়ে আগমন-প্রস্থান এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারবেন
- ঘরে বসেই আপনার সন্তানের এডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন
- ঘরে বসে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ভর্তি ফরম পূরণ করতে পারবেন
- ঘরে বসে সিলেবাস, হোমওয়ার্ক ও লেসন প্লান সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন
- ঘরে বসে আপনার সন্তানের মেধা তালিকাসহ পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারবেন

ভর্তি কার্যক্রম

ভর্তি ফরম বিতরণ	ভর্তি পরীক্ষা চলবে	ভর্তি চলবে	ক্লাস শুরু
০১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত	০১ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত	০১ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত	০৫ জানুয়ারি

পিতামাতার মাধ্যমেই শিশু পৃথিবীতে আসে। পিতামাতার হাত ধরেই শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি। পিতামাতার পরে শিশু শিক্ষকের নিকট শিখতে শিখে। একজন শিক্ষক মানে-ই একটি প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক মানে-ই পথ প্রদর্শক, শিক্ষক মানে-ই একটি আদর্শ জাতি গড়ার কারিগর। একটি শিশু কত বড় হবে এবং কত ভালো মানুষ হবে তা নির্ভর করবে একটি আদর্শ শিক্ষকের অনুপ্রাণিত প্রেরণার উপর। সুতরাং বৈচিত্রময় পৃথিবী সম্পর্কে শিশু শিখতে শিখে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাছে। শিক্ষকই জ্ঞানশূন্য মানব শিশুকে জ্ঞানপূর্ণ বিশ্বকে জানতে শিখায় এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে শিখায়। উষালগ্ন থেকেই শিশুর জ্ঞানচর্চায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সু-নিবিড় সম্পর্কের সূচনা ঘটে আসছে।

"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সাবার আমি ছাত্র, নানান ভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবা রাত্র" এই কথাটির মধ্য দিয়ে এটাই প্রতিয়মান যে, পৃথিবীর পরতে পরতে শিখন বিদ্যমান। আর এই শিখন শিখানো ও গ্রহণে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং শিখনের প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বন্ধন অতীব জরুরি। ব্যাপক অর্থে আমরা সবাই সব সময়ের শিক্ষার্থী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করতে যায় তারা যেমন শিক্ষার্থী, তেমনি খোলা আকাশের নিচে যারা শিখতে শিখে তারাও শিক্ষার্থী।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তাঁর পুত্রের জন্য শিক্ষকের কাছে লেখা এক পত্রে লিখেছিলেন-"আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে পাঠালাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি" তখন শিক্ষকও আব্রাহাম লিংকনের চিঠি থেকে বুঝতে শিখেছেন যে, শিক্ষকের হাত ধরে আদর্শ জাতি গঠিত হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রধান কারণ হচ্ছে কেবলমাত্র শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ। যেখানে শিক্ষার্থী শ্রদ্ধার সহিত অতি আগ্রহ ভরে শিক্ষা ক্ষুধা নিয়ে শিক্ষকের কাছে যাবে সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থী বিবেচনায় সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষুধা নিবারণ করবেন। এরই মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে।

"জগৎ বিখ্যাত বীর আলেকজান্ডার তাঁর শিক্ষক এরিস্টটলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলেছিলেন, 'I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well.' অর্থঃ বেঁচে থাকার জন্য আমি আমার বাবার কাছে ঋণী, কিন্তু ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমি আমার শিক্ষকের কাছে ঋণী। পিতামাতার সঙ্গে শিশুর যেমন নাড়ির সম্পর্ক, তেমনি শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর আত্মার সম্পর্ক। শিক্ষকরা শিশুর আত্মবোধ গঠন করেন। সে জন্য শিক্ষক শিশুর আত্মার আত্মীয় ও আপনজন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে স্বপ্ন-স্রষ্টা এবং স্বপ্ন-দ্রষ্টার মত।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে আরও সম্পর্ক হবে Friendly, but not like friend। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে পাত্র ও পাত্রের পানির মত। পাত্র ছাড়া যেমন পানি সংরক্ষণ সম্ভব নয়, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সু-সম্পর্ক ছাড়া জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণ সম্ভব নয়।

একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পেছনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যোগায়, স্বপ্ন দেখায় এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন। প্রথমে শিক্ষক বিভিন্ন রহস্যময়ী আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে কৌতুহলী করে তুলেন। পরক্ষণে তিনিই সকল রহস্য উন্মোচন করে কৌতুহলী শিক্ষার্থীকে শান্ত করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জয় ছিনিয়ে আনার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করতে পারেন।

শুধু জ্ঞান কিংবা শিক্ষা প্রদান নয়, শিক্ষার্থীর বিপদ-আপদ ও দুর্দিনে ছায়ার মতো পাশে দাঁড়ান একজন শিক্ষক। আর সেই শিক্ষার্থী জীবনে যত বড়ই হোক না কেন গুরুজনকে ভক্তিভরে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন। আমাদের সংস্কৃতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য বন্ধন। সেই বন্ধন কেবলমাত্র পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বড় শক্ত গাঁথুনির সম্পর্ক। শিক্ষক যে জ্ঞানের-প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন তারই আলোতে ছাত্র খুঁজে পায় নতুন জীবনের ঠিকানা। সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কটা পৃথিবীর সেরা সম্পর্কের একটি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সু-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নির্মিত হবে ভবিষ্যত সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

চলতি শিক্ষাবর্ষে শূন্য আসনে
বাংলা ও ইংলিশ ভার্শনে
প্লে-গ্রুপ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
ভর্তি চলছে

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গুণগত শিক্ষা ব্যতিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। গুণগত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা। শিক্ষার প্রধান সহায়ক হচ্ছে শিক্ষক, অভিভাবক ও বিদ্যালয়।

সুতরাং এই তিনের সমন্বিত উদ্যোগে শিক্ষা পরিকল্পনা করা এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সারাদিনের হিসেব মতে শিক্ষার্থী ৫-৭ ঘন্টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করলেও বাকি ১৭-১৯ ঘন্টা সময় অতিবাহিত করে অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে নিজ আঙ্গীনায়। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং ফলাফল উন্নয়নে অভিভাবকের সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্যই শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়- শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন অতীব জরুরি।

শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের গুরুত্ব

- শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানোন্নয়ন সহজ হবে;
- শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন সহজ হবে;
- শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় উভয়ের সার্বিক উন্নয়ন হবে;
- শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে;
- উভয়ের সার্বিক মানোন্নয়নে পথ চলতে সহজ হবে;
- শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক ও অভিভাবক তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আরো সচেতন হবে;
- শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হবে;
- শিক্ষক-অভিভাবক সু-সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ ও ভালো ফলাফল অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে;
- অভিভাবকের মধ্য সচেতনতা জাগ্রত হবে;
- নিয়মিত শিক্ষক-অভিভাবক সভা বাস্তবায়ন সহজ হবে;
- অভিভাবকগণের সুপারিশ সহজে বাস্তবায়ন করা যাবে;
- শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া তত্ত্বাবধানের বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে;
- শিক্ষার্থীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সংশোধনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা করতে সহজ হবে;
- সন্তানের প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পাঠানো সহজ হবে;
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী ও পিতা-মাতার মধ্যে সু-সমন্বিত সম্পর্ক গড়ে উঠবে;
- সময় উপযোগী কারিকুলামের আলোকে অভিভাবকগণকে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা যাবে;
- কাউন্সেলিং কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ত্রুটি অভিভাবক সভায় উপস্থাপন করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহজ হবে;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার্থীর আচরণ, শৃঙ্খলাবোধ, অগ্রগতি, অবনতি সকল বিষয়ে অভিভাবকগণকে অবহিত করা যাবে;

শিক্ষক ও অভিভাবক মতবিনিময়ের বিষয়বস্তু

- শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিয়ে মতবিনিময়;
- শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতবিনিময়;
- শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত বাড়ির কাজসমূহ নিয়ে মতবিনিময়;
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে মতবিনিময়;
- শ্রেণিকক্ষে শিখন উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে মতবিনিময়;
- সর্বোচ্চ শিখনের জন্য শিক্ষকগণ কর্তৃক সময় কার্যকরভাবে ব্যবহার নিয়ে মতবিনিময়;
- অহেতুক প্রাইভেট পড়ার জন্য অর্থ অপচয় না করার বিষয়ে মতবিনিময়;
- শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা, উপস্থিতি এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিষয়ে মতবিনিময়;
- পরীক্ষা, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বই পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করণে মতবিনিময়;
- শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়িতে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার নিয়ে মতবিনিময়;
- সন্তানের পেছনে বিনিয়োগই যথার্থ বিনিয়োগ এই নিয়ে মতবিনিময় করা;
- সন্তানের বন্ধু নির্বাচনের বিষয়ে মতবিনিময়;
- শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি, ঝরে পড়া, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, ইভটিজিং, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বিষয়ে মতবিনিময়;

মা মানেই একটা পৃথিবী, মা মানেই একটা প্রতিষ্ঠান, মা'ই সন্তানের প্রথম বিদ্যালয়, মা-ই সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সুতরাং আদর্শ মা-ই একজন আদর্শ সন্তান তৈরির মূল কারিগর। একটি সন্তান পৃথিবীতে কত বড় হবে এবং কত ভালো মানুষ হবে তা নির্ভর করবে একটি আদর্শ মায়ের অনুপ্রাণিত প্রেরণার উপর। সেই জন্য মাকে সর্বাগ্রে সজাগ থাকতে হবে সন্তানের বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনে এবং তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে। মা এবং সন্তানের সম্পর্ক হবে নিঃশর্ত ভালোবাসার সম্পর্ক। সেই ভালোবাসায় থাকতে হবে স্নেহ ও সুষম শাসন। সন্তানের সাথে সু-সম্পর্ক কীভাবে বজায় রাখবেন, সেই ভাবনা অভিভাবককেই ঠিক করতে হবে।

সন্তানের সাথে মিত্রতা/বন্ধুত্ব করুন

সন্তানের সঙ্গে সর্বদা মিত্রতা বজায় রাখুন। তাহলে দেখতে পাবেন সন্তান শুধু ছোট ছোট সমস্যাই নয়, অনেক বড় বড় সমস্যাগুলোও আপনার সঙ্গে আলোচনা করবে, কোনো কিছুই আপনার কাছে গোপন করবে না। সুতরাং সন্তানের সাথে নিজে বন্ধুত্ব বজায় রাখুন এবং সন্তানের বন্ধু নির্বাচনে সচেতন থাকুন এবং সন্তানের বন্ধু নির্বাচনে সন্তানকে সহযোগিতা করুন।

জীবন যুদ্ধে যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, হতাশ হওয়া যাবে না, এই আত্মবিশ্বাস সন্তানের মধ্যে গেঁথে দিন। জীবন চক্রে নানান ঘটনা ঘটতে পারে, তাতে ব্যর্থ বা হতাশ হওয়ার কিছু নাই। সন্তানকে কঠিন প্রেক্ষাপট সহজভাবে মেনে নিতে শেখান। তাকে এটাও শেখান কোনো একটা বিষয়ে সফল না হলেই জীবন শেষ হয়ে যায় না, হাজারো সফলতা তার জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ ব্যর্থ হওয়ার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি। সুতরাং তাকে আত্মবিশ্বাসী হিসাবে গড়ে তুলুন; যেন সে কখনো নিজেকে ব্যর্থ মনে না করে।

সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দিন

সন্তানেরা বয়সে ছোট, তাই পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তাদের মতামত না নিলেও কিছু ছোট ছোট বিষয়ে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিন। যেমন সন্তানের অনেক গুলি পোশাকের মধ্যে তার পছন্দের পোশাক পরার মত এমন কিছু ছোট ছোট বিষয়ে তাকে স্বাধীনতা দিন। এতে করে তারা ক্রমান্বয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে এবং পরিবারে যে তাদের গুরুত্ব আছে এটাও তারা বুঝতে পারবে। তখন তারা নিজে নিজে দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করুন

আপনার ছোট ছোট আচরণে যেন ভালোবাসা প্রকাশ পায়। প্রয়োজনে সন্তানকে জড়িয়ে ধরে আদর করুন। এতে আপনার সঙ্গে সন্তানের মানসিক বন্ধন দৃঢ় হবে। সন্তানের কোনো সমস্যায় মনোযোগ সহকারে তার সমস্যা শুনুন, তাতে সে আশ্বস্ত হবে। কখনই ভালোবাসায় কোনো শর্ত জুড়ে দেবেন না। আপনার ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে বোঝান যে যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনি তার সঙ্গে আছেন এবং থাকবেন।

সন্তানকে স্বাবলম্বী করে তুলুন

সন্তানের নিজের কাজ নিজেকেই করতে শেখান। স্কুলে ভর্তির পর থেকে জুতা পরা, জামা-কাপড় পরা, নিজের স্কুল ব্যাগ গুছানো, নিজের জিনিস ঠিক জায়গায় রাখার অভ্যাস করান। দেখবেন বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার অজান্তেই সে নিজেই সু-শৃঙ্খল জীবন গঠন করে ফেলছে। স্কুলে যাওয়া না যাওয়ার বিষয় মাঝে মধ্যে তার উপর ছেড়ে দেখতে পারেন সে কতখানি সিদ্ধান্ত নিতে পারে ইত্যাদি।

আত্মসম্মানবোধের শিক্ষা দিন

মানুষ হিসেবে নিজেকে সম্মান করতে শিক্ষা দিন। কেউ যদি তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, ভদ্রতার সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতে শেখান। এমন কোনো কাজ যেন সে না করে, যাতে সে নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে যায়, এ বিষয়ে তাকে শিক্ষা দিন। তাহলে দেখবেন আত্মসম্মানবোধ নিয়ে সে বড় হবে।

প্রতিদিন নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত কিছুটা সময় বের করুন, যে সময়টা হবে শুধু আপনার এবং আপনার সন্তানের। সেই সময়টায় গুরুগম্ভীর আলোচনা করবেন না। তার সঙ্গে গল্প করবেন। তার ভালো লাগা-খারাপ লাগা; ইচ্ছা-অনিচ্ছা জেনে নিন। আপনার ছেলেবেলার গল্প তার সঙ্গে করতে পারেন। তাতে সে আনন্দ পাবে। পরবর্তীতে আপনাকে ভালোবসতে শুরু করবে।

সন্তানকে আচরণ ও নীতিবোধ শেখান

মায়ের হাত ধরেই যেহেতু সন্তানের পথচলা শুরু হয়, তাই শিক্ষা দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব মায়েরই। তাকে সামাজিকতা শেখান। কীভাবে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলতে হয়, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হলে কীভাবে মেটাতে হয়, উৎসব-অনুষ্ঠানে সবার সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় এ রকম সব শিক্ষা তাকে দিন এবং শেখান নীতিবোধ। বড়দের সম্মান করে চলা, মিথ্যা কথা না বলা, কারো ক্ষতি না করা, পরনিন্দা না করা, গীবত না করা, না বলে অন্যের জিনিস না নেওয়া এমন নানা বিষয় তাকে শেখান।

সন্তানের সঙ্গে অন্য সন্তানের তুলনা না করা

অন্যের সঙ্গে তুলনা আপনার সন্তানকে এগিয়ে যেতে তো উৎসাহ দেবেই না, বরং তাকে তিলে তিলে অবসাদে ভোগাবে। তাই কোনো কিছুতে খারাপ করলে কখনোই অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে যাবেন না। তুলনা ভালো কিছু দেয় না, সর্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

সন্তানের প্রশংসা করুন

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে অবশ্যই তার প্রশংসা করবেন। আপনার প্রশংসা তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু মনে রাখবেন, প্রশংসা করা মানেই আবার মাথায় তোলা নয়। প্রশংসার দাপটে আপনার সন্তান যেন ওভার কনফিডেন্ট না হয়ে যায়; সে বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে।

বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রয়োজনে সন্তানকে শাসন করবেন। এটা খুবই জরুরি। কী কারণে তাকে শাসন করছেন, এটা সম্পর্কে যেন তার পরিষ্কার ধারণা থাকে। তা না হলে সে আপনার শাসন ভুল মনে করতে পারে।

মাত্রাতিরিক্ত অধিকার খাটাবেন না

সন্তানকে আগলে রাখার দায়িত্ব আপনার। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ছেলেমেয়ের নিজস্ব একটা জীবন গড়ে উঠে, তৈরি হয় তার নিজস্ব বন্ধু-বান্ধব বলয়, একান্ত তার নিজের কিছু ভালোলাগা বা পছন্দ-অপছন্দের বিষয়। বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রেই অনেক মায়েরা এই সময় অতিরিক্ত অধিকার খাটিয়ে ফেলেন। কিছু জায়গা তাদের নিজস্ব থাকতে দিন। প্রতিটা বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করবেন না।

দাম্পত্য কলহ পরিহার করুন

সন্তানের সামনে কখনই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবেন না। এতে তার মনের ওপর খুব খারাপ প্রভাব পরবে। তার কাছে আপনারা দুজনই প্রিয়। আপনারা ঝগড়া করলে সন্তান নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। আপনাদের দুজনের সমস্যা হতেই পারে। কিন্তু শিশুর অন্তরালে সেগুলো মিটিয়ে নিবেন। শিশু ভালোভাবে বড় হওয়ার জন্য সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ খুব জরুরি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক থাকলে সন্তানও ভালো থাকে।

সন্তানের সামনে নিজেকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরুন

ছোটরা যা দেখে তাই শেখে। তাই নিজের ব্যাপারে সচেতন থাকুন। সন্তানকে কোনো বিষয়ে মানা করার আগে দেখে নিন আপনার মধ্যে সেটা আছে কি না। আপনি নিজেই যদি অন্যের সঙ্গে নিজের জিনিস শেয়ার করেন, তাহলে তা দেখে দেখেই আপনার সন্তান ভাগাভাগি করা শিখবে। কোনো গরিব-দুস্থ মানুষকে আপনি যখন সন্তানের সামনে সাহায্য করবেন, তখন আপনার সন্তানও শিখবে যে গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতে হয়।

প্রতি বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর
দুই মাস ব্যাপী
শুধুমাত্র প্লে-গ্রুপ শিক্ষার্থীর
ফ্রি
ফাউন্ডেশন ক্লাস
আপনার আদরের সোনামণিকে নিয়ে আসুন
আমাদের আঙ্গিনায়

মোহাম্মদ সেলিম সরকার
উপাধ্যক্ষ, এমকম-ম্যানেজম্যান্ট
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ শরিফুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এমএসএস-লোকপ্রশাসন
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ শাহজাহান মুন্সী
বিকম-হিসাব বিজ্ঞান
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
এমএ-ইসলামের ইতিহাস
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোজাম্মেল হোসেন
এমবিএস-একাউন্টিং
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

হাসনা হেনা
বিএসএস-সমাজ কল্যাণ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

তাহমিনা আক্তার
এমএসএস-রাষ্ট্রবিজ্ঞান
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিদা আক্তার
বিবিএস-ব্যবসায় শিক্ষা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ রনি মিয়া
অনার্স-সমাজকর্ম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম হাসনাইন হাসান
এমএসএস-রাষ্ট্র বিজ্ঞান
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শামীম আহম্মেদ
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই)
কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন.

মোঃ ফরিদুজ্জামান
এমএ-ইংলিশ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ জামাল হোসেন
এমএসসি-গণিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পাপিয়া দাস
এমএসসি-উদ্ভিদবিদ্যা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সেলিম মিয়া
এমএসসি-গণিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

দেলোয়ারা জাহান
এমকম-ব্যবস্থাপনা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আকলিমা ইসলাম
এমএসএস-দর্শন
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ফারজানা আক্তার
এমএ-ইংলিশ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সুমাইয়া আক্তার
বিএসসি (অনার্স)-রসায়ন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আশা ইসলাম
এমএ-বাংলা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আবুল হাসান
এমএ-আরবি সাহিত্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিক আরিফিন প্রান্ত
বিএসসি (অনার্স)-রসায়ন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রণব ঘোষ
এমএসসি-ইইই
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

নাজিয়া সুলতানা
এমএ-ইসলামের ইতিহাস
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আব্দুল আহাদ
এমএ-বাংলা
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

সুমনা ইসলাম
এমএসএস-সমাজ বিজ্ঞান
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ রাকিবুল্লাহ্
এমএসসি-জিইবি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কামরুল হাসান
এমএ-ইংলিশ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ কাউছার আলম
এমএ-ইংলিশ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ মিজানুর রহমান
এমএ-ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ঋতুপর্ণা
বিবিএস-ব্যবসায় শিক্ষা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ শফিকুল ইসলাম
এমএসসি-গণিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ রফিকুল ইসলাম
হিসাবরক্ষক, এমকম-একাউন্টিং
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ মকবুল হোসেন
হোস্টেল ওয়ার্ডেন
সার্জেন্ট (অবঃ), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

মোঃ হৃদয় চৌধুরী
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

মোঃ জাকির হোসেন
ভিডিও এডিটর

মোঃ শাহীন ফেরদৌস
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এমকম-ব্যবস্থাপনা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ সাইফুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এমএ-বাংলা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জেসমিন আক্তার
এমএসসি-পদার্থ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ইউসুফ আলী খান
এমএসসি-গণিত
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আয়েশা সিদ্দিকা
এমএসএস-অর্থনীতি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ ইমদাদুল হক
এমএসএস-রাষ্ট্র বিজ্ঞান
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাজমুল হাসান
এমএ-ইসলাম শিক্ষা
দ্য পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

আব্দুল আজিজ আহম্মেদ
এমএ-ইএলটি
হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ হাফিজুর রহমান
এমএস-জিইবি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইখতিয়ার উদ্দিন
এমএ-বাংলা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এমদাদুল হক
এমএসসি-গণিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

রিভা ইয়াছমিন
এমএস-ইংলিশ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

তাহমিনা আক্তার
এমএসসি-ভূগোল
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সুস্মিতা সাহা
বিবিএ-ম্যানেজমেন্ট
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ইসরাত জাহান
বিএসএস-অর্থনীতি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আরিফ হোসাইন
এমএসসি-আইসিটি
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

আ.ন.ম. তোহা
এমএ-ইংলিশ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ ফরহাদ উদ্দিন
বিএসসি-রসায়ন
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আকলিমা আক্তার
এমএ-বাংলা
হিসাবরক্ষক

মোঃ জাকারিয়া সরকার
কম্পিউটার অপারেটর

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমরা

প্রকৃত সংস্কৃতি চর্চাই পারে জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে। খেলাধুলা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায়। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণকে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল উৎসাহিত করে। শিশুদের জন্য বয়স অনুযায়ী আন্তঃ, বহিঃ ও জাতীয় ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে উপজেলা পর্যায় বিজয়ী হ্যান্ডবল টিম

যে শিক্ষা সংস্কৃতির হাত ধরে চলে না সে শিক্ষা মেধাবী, হৃদয়বান, রুচিশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরি করতে পারে না। বিদ্যালয় সর্ব সময় মেধাবী, হৃদয়বান, রুচিশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষ গড়তে বদ্ধপরিকর।

* মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ

* বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের ভালুক দৌড় প্রতিযোগিতা

* ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের দলীয় নৃত্য পরিবেশন

* বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যেমন খুশি তেমন সাঁজে শিক্ষার্থীরা

* প্রাক্তন শিক্ষকদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান

* ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের দলীয় সংগীত পরিবেশন মুহূর্ত

* সততা সংঘের উদ্যোগে রচনা, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

* চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারকারী শিক্ষার্থী

আমার বিদ্যালয়

মোহাম্মদ শাহজাহান মুন্সী
সহকারী শিক্ষক

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল
নতুন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায়
শিক্ষার্থীকে আলোকিত মানুষ গড়ে
ফোটাবে রঙিন ফুল।
প্রযুক্তির শিক্ষায় ইংরেজি হবে শক্তি
অপার সম্ভাবনায় ধরায় গড়বে
মিলবে সত্যিই মুক্তি।
খেলাধুলা বিনোদন বিতর্ক প্রতিযোগিতা
শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের অংশ,
মানুষ হয়ে ধরণীর বুকে শিক্ষার্থীরাই করবে
সব অনিয়ম ধ্বংস।
ব্যস্ত অভিভাবক, দুর্বল শিক্ষার্থীর
চিন্তার দিন আজ শেষ,
আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গড়ে তুলবে
আলোকিত সোনার বাংলাদেশ।
ভালো শিক্ষক ভালো শিক্ষা
গড়বে সুখী সমৃদ্ধ জাতি।
পৃথিবী আজ অপেক্ষায় আছে
আমার বিদ্যালয়ের প্রতি।

পাঠ্য সংকট

ফাহিমা আক্তার (শিক্ষার্থী)
নবম শ্রেণি

একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ
পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গা যার প্রধান লক্ষ্য
যুদ্ধ হলো, মানুষ মরলো, স্বাধীন হলো দেশ
কিন্তু কাটেনি ছাত্র সমাজের দুশ্চিন্তার রেশ
এক বস্তা বইয়ের স্তূপে আটকা পড়ে শিশু প্রাণ
মনের মাঝে বাড়ছে বিস্বাদ, কমছে পড়ার টান।
ভালো ফলাফল করবে সন্তান, এটাই মায়ের আশা
বুঝতে চায়না তার মানিকের মাথায় কতটা বিদ্যে ঠাসা
সন্তান আমার হতেই হবে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার
তার মনের স্বাদ আমার নেই প্রয়োজন জানার
পাঠ্য বইয়ের বিদ্যে গেলাতে শিক্ষক সদা ব্যস্ত
পাঠ বর্হিভূত বই পড়লে শিষ্য হয় অপদস্ত
ভালো ফলাফল করলেই হবে দেশের সোনার সন্তান
অকৃতকার্য হলে ক্ষুণ্ন করবে বাবা-মায়ের সম্মান।
যদিও তুমি অঙ্কনপ্রেমী, কিংবা ভালো খেলোয়ার
তবে যদি হও অঙ্কে কাঁচা, তোমার মূল্য নেই আর।
বানর দক্ষ লাফিয়ে বেড়াতে, পাখি দক্ষ উড়তে
তাহলে কেন বানরকেও উড়তেই হবে ওই নীল আকাশে
শিক্ষার্থীরা যেন এক খাঁচায় বন্দি তোঁতা
পুথিঁগত জ্ঞান আছে তবে নেই কোনো স্বাধীনতা
পঞ্চাশ বছর কেটে গেল সোনার বাংলা স্বাধীন
তবুও মনে প্রশ্ন জাগে, ছাত্ররা কী স্বাধীন?

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে আমার পথ চলা ও কিছু কথা

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পথিকৃৎ, বিশ্ব বরেণ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যার (বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী) মহোদয়ের সাথে গত ২০ অক্টোবর, ২০০২ সালে দুইজন শিক্ষাদ্যোক্তা জনাব গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া এবং আমি উভয়ে ঢাকা আরামবাগ আনন্দ কম্পিউটার্স অফিসে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল স্থাপনে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে আমার পথ চলা। অতঃপর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের নির্দেশনায় ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা দু-জনেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করি। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার বিদ্যালয়ের পরিচালক হিসেবে আমাদের সাথে যুক্ত হয়। আমি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যবধি বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করে আসছি।

উল্লেখ্য যে, জনাব গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল পদে প্রায় ৬ বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি প্রিন্সিপাল পদে দায়িত্ব পালন করায় এবং আমি অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী ও মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট বলাকা'র নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় ঐ সময়ে শিক্ষাকার্যক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকতে পারলেও প্রিন্সিপালের সাথে সকাল-সন্ধ্যা বিদ্যালয় পরিচালন দিক নির্দেশনায় সোচ্চার ছিলাম। জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে গেলে; অভিভাবক মহল বিদ্যালয় টিকে থাকা এবং তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানান প্রশ্ন উত্থাপিত করতেন। আমি ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সাল থেকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনসহ অভিভাবকদেরকে আশ্বস্ত করার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনে হালধরি। তখন একদিকে আমার চাকুরী ও বলাকা'র কার্য পরিচালন, অপরদিকে বিদ্যালয় পরিচালন; এই পথ চলাটা আমার জন্য তখনও মসৃণ ছিলো না; এখনও মসৃণ নয়। কিন্তু আমি আমার দায়িত্ব থেকে পিছু হটিনি এবং দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র গাফিলতি করিনি। তখন থেকে বিদ্যালয়টি আমার কাছে আমার সন্তান তুল্য ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠে; আজও তার ব্যতিক্রম নয়। আল্লাহর অশেষ রহমতে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়টি আজ সর্বজন স্বীকৃত পথিকৃৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করায় আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে পরিচালক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দুঃসময়ে পাশে থেকে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিদ্যালয়টি অন্য বিদ্যালয় থেকে কেন ব্যতিক্রম

আমাদের বিদ্যালয়টি অন্য বিদ্যালয় থেকে ব্যতিক্রমের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে- বিশ্ব বরেণ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জনাব মোস্তাফা জব্বার স্যারের নিজস্ব বিজয় শিশু শিক্ষা সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণিতে আনন্দঘন পরিবেশে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান। আরও ব্যতিক্রম হচ্ছে ইংলিশ ভার্শনে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক স্তরের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞান ও ইসলাম শিক্ষা বই রচনা করে বিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান; যাহা সচরাচর অন্য বিদ্যালয়ে বিরাজমান নয়। আরও ব্যতিক্রম হচ্ছে মাধ্যমিক স্তরের পাঠাদানকে আরও অধিকতর তথ্যবহুল করতে ব্যবহার হচ্ছে ইন্টারএক্টিভ ডিজিটাল বোর্ড যা অত্র এলাকার অন্যান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যমান নহে। তাছাড়াও সরকারি সকল নিয়ম কানুন অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষাকার্যক্রম।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন

আমাদের মনে রাখতে হবে, মানসম্মত শিক্ষা একটি সামগ্রিক ও ব্যাপক বিষয়। শিক্ষার মান কেমন, প্রশ্নটি আসলে আপেক্ষিক; অনেকেই ভাবেন পরীক্ষায় ভালো ফলাফল; ভালো ফলাফল তো বটেই, তবে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত সনদ ও লব্ধ জ্ঞান সমতায় যা পরবর্তী পথ চলায় উত্তীর্ণতা বজায় রেখে চলছে শিক্ষার্থীর জীবন সংগ্রাম। আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশে নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বুয়েট, চুয়েট, রুয়েট, কুয়েটসহ স্কলারশীপ নিয়ে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করছে। সুতরাং মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে বলেই শিক্ষার্থীরা আজ দেশ-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক; মায়ের সঙ্গে শিশুর যেমন নাড়ির সম্পর্ক থাকে, তেমনি শিক্ষকের সাথে আছে শিক্ষার্থীর আত্মার সম্পর্ক; যার বদৌলতে দুপক্ষই আত্মার-আত্মীয় ও আপনজনে পরিণত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত হয়ে আছে।

বিদ্যালয়কে ঘিরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়কে ঘিরে আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস হবে; যেখানে প্রচুর জায়গা থাকবে, শিক্ষার্থীরা মুক্তমনে খেলতে পারবে, দৌড়াতে পারবে, মাঠে বসে গল্প করতে পারবে। আমাদের ইচ্ছার কোনো প্রকারের কোনো কমতি নেই; এখন শুধু বাস্তবায়নের অপেক্ষায় দিন গণনা চলছে। নিম্নে সময় নির্ধারণ ও সর্ব সময়ের জন্য কিছু পরিকল্পনা সনাক্ত করা হলো। যথা-

- আগামী ২০২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে নিজস্ব ইউনিক ডিজিটাল ক্যাম্পাসে বিদ্যালয় পরিচালন;
- আগামী ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলকে কলেজে উন্নীত করণ;
- বিদ্যালয়কে শিক্ষাবোর্ডের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খ্যাতি অর্জন অক্ষুণ্ন রাখা;
- শিক্ষার্থীর লিডারশিপ কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে বাংলা ও ইংলিশ উভয় ভাষায় জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ;

"আশার আধারই আমাদের ভবিষ্যত"

চলে গেছে করোনাভাইরাস রেখে গেছে শিক্ষাক্ষত

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস জনিত কারণে দেশব্যাপী ২টি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ ছিল। ঐ সময়ে দেশের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও টিভি টকশোতে বলে বেড়াতেন আরো ১ বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষার কোনো ক্ষতি হবে না। সরল ভাষায় বলা যায় শিক্ষার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা পরিমাপ যোগ্য নয়। তবে এক কথায় বলা যায় শিক্ষার চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিলো। ২টি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীর বয়স বিবেচনায় ২টি শিক্ষাবর্ষে অটো-প্রমোশন কিন্তু বন্ধ করা যায়নি।

সরকারি নির্দেশনায় সেপ্টেম্বর-২০২১ বিদ্যালয় খুলে দিলে দেশের অভিভাবকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আজ চরম বিপাকে আছে। কারণ দুটি বছর পড়াশোনা না করা শিক্ষার্থীরা একদিকে ক্লাশে নিজেদেরকে খাপ-খাওয়াতে পারছেনা, অপরদিকে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদেরকে সহসায় ক্লাশ উপযোগী করে তুলতে পারছেন না। বিদ্যালয় এখন উভয় সংকটের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে।

সরকারের নির্দেশনায় বিদ্যালয়গুলো করোনাকালীনে অনলাইন ক্লাশ করেছিল; শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাই অনলাইন ক্লাশগুলো গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাশগুলো যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেনি বরং অনলাইন অপব্যবহারসহ ফ্রি-ফায়ার, পাবজির মতো অনলাইন গেমসে আসক্ত-

জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
চেয়ারম্যান

হয়ে পড়েছিলো; এখনও তা চলমান আছে। আমরা অভিভাবকের নিকট থেকে প্রতিদিন অভিযোগ পাই যে ছেলে-মেয়েরা এখনও মোবাইলে আসক্ত হয়ে আছে। দুঃখের বিষয় কতিপয় শিক্ষার্থীর অভিভাবক আক্ষেপ করে বলেন ছেলে-মেয়েরা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেছে। বিদ্যালয় ঐ সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলছে।

উক্ত সংকট থেকে উত্তরণ পেতে হলে জাতিকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে; শিক্ষককে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে; শিক্ষার্থীর মনোযোগ আনয়নে পাঠকে সহজ-সরল ও আনন্দময় করতে হবে; শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক মোবাইল দূর করতে হবে এবং অভিভাবক বিদ্যালয়কে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। অন্যথায় সংকট ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হতে থাকবে।

বিদ্যালয়ে কেন ইংলিশ ভার্শনে নিজস্ব শিক্ষাক্রম

বিদ্যালয়ের শুরুতে ব্রিটিশ কারিকুলাম ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান করা হতো। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ইংলিশ ভার্শনে পাঠ্যবই প্রকাশ করিলে বাস্তবতার নিরিখে ২০০৯ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ব্রিটিশ কারিকুলাম ইংরেজি মাধ্যম থেকে দেশীয় শিক্ষা কারিকুলাম ইংলিশ ভার্শনে রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ইংলিশ ভার্শনে কোনো পাঠ্যবই প্রকাশ না করার ফলে ৭ বছর বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে এবং প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে- ধর্ম শিক্ষা ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বই ব্রিটিশ কারিকুলামে পাঠদান করা হতো; যা দেশীয় শিক্ষা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

অভিভাবকের দাবীর মুখে ৭ বছর পর বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য ইংলিশ ভার্শনে ৫টি বই এবং প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ইংলিশ ভার্শনে ধর্ম শিক্ষা ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বই প্রকাশ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদান করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ইংলিশ ভার্শনের অবশিষ্ট পাঠ্যবই প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদ্যালয় বিশ্বাস করে প্রতিষ্ঠানটিকে ব্র্যান্ডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত করতে নিজস্ব শিক্ষাক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রথম আলো

বুধবার
১৫ ডিসেম্বর ২০২১
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ১০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩
৪ পৃষ্ঠার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা মেঘনার বাঁকে, প্র অধুনাসহ মোট ২০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১০

এবার বঙ্গভঙ্গের বিপ্লবী
» বিনোদন ১২

পানি-স্যানিটেশন দেশের স্বাস্থ্যকে এগিয়ে নিয়েছে
» খবর ৩

ইলন মাস্ক টাইমের বছর সেরা ব্যক্তিত্ব
» আন্তর্জাতিক ৭

প্রথম আলোর ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মহা আয়োজনে কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য ৪ পৃষ্ঠার বিশেষ আয়োজন মেঘনার বাঁকেসহ মোট ২০ পৃষ্ঠা বুঝে নিন।

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪২

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ

এক নজরে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ

(১) প্রতিষ্ঠা কাল: ২০০৩ সালে দাউদকান্দি উপজেলাধীন গৌরীপুর বাজারে প্রতিষ্ঠিত; (২) বিদ্যালয় ভিশন: Learning Today, Leading Tomorrow; (৩) ক্যাম্পাস সংখ্যা: ২ টি- বাংলা ও ইংলিশ ভার্শন; (৪) শিক্ষার্থী সংখ্যা: বাংলা ও ইংলিশ উভয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮১০ জন; (৫) জনবল সংখ্যা: বাংলা ও ইংলিশ উভয় ক্যাম্পাসে জনবল সংখ্যা ৮৪ জন; (৬) অনুমোদন প্রাপ্তিতে: কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত বিদ্যালয় অনুমোদিত; (৭) শিক্ষাবোর্ড মূল্যায়নে: কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে ইংলিশ ভার্শনে পাঠদানকারী প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (৮) পাবলিক পরীক্ষায়: ২০১১ সাল থেকে নিজ নামে ইংলিশ ভার্শনে পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ; (৯) পরীক্ষার ফলাফল: জেএসসি পরীক্ষায় ২০১১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৯ বছর, এসএসসি পরীক্ষায় ২০১৪ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৭ বছর নিজ উপজেলায় ১ম স্থান অর্জন; (১০) পরীক্ষায় পাশের হার: সকল পাবলিক পরীক্ষায় পিইসি, জেএসসি ও এসএসসিতে সর্বাধিক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ সহ শতভাগ পাশ; (১১) শিক্ষাক্রমে আমরা: জাতীয় শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষাক্রমের আওতাধীন পাঠ্যপুস্তক রচনা; (১২) পাঠদানে কেমন: বিজয় শিশুশিক্ষা সফটওয়্যার দিয়ে বিনোদনের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদান, পর্যায়ক্রমে সকল শ্রেণিতে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান; (১৩) পাঠোন্নতি মূল্যায়ন: টিউটোরিয়াল ও সেমিস্টার পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির মূল্যায়ন; (১৪) প্রোগ্রামিং শিক্ষায়: কর্ম-সংকট মোকাবিলায় একাডেমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে প্রোগ্রামিং শিক্ষাকার্যক্রম; (১৫) কম্পিউটার শিক্ষায়: প্রাথমিক স্তর থেকে তথ্যপ্রযুক্তিতে যথাযথ জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় কম্পিউটার শিক্ষা; (১৬) মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ: তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করণে ইন্টারএকটিভ ডিজিটাল বোর্ডের ব্যবহারে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ প্রতিষ্ঠা; (১৭) করোনাকালীন শিক্ষা: দীর্ঘ ১৮ মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও প্রযুক্তিগত দক্ষতার কারণে অনলাইনে শিক্ষাকার্যক্রম; (১৮) কাউন্সেলিং-এ: শিক্ষার মানোন্নয়নে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত কাউন্সেলিং; (১৯) আবাসিক ব্যবস্থা: দূরের শিক্ষার্থীদের জন্য ছেলে-মেয়েদের পৃথক পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা; (২০) পরিবহন ব্যবস্থা: দূরের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা; (২১) নিরাপদ পানি: ক্যাম্পাসে ৪ স্তর বিশিষ্ট পরিশোধিত ইলেকট্রিক পানির ফিল্টারের ব্যবস্থা; (২২) স্বাস্থ্যসেবা: একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা; (২৩) শিক্ষক প্রশিক্ষণ: বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ সারা বছরব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া; (২৪) শিক্ষক সভা: বিদ্যালয়ের শিক্ষক সভা সপ্তাহ ভিত্তিক একটি চলমান প্রক্রিয়া; (২৫) অভিভাবক সমাবেশ: বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবক সমাবেশ পরিচালিত হয়; (২৬) বিতর্ক প্রতিযোগিতা: সহ শিক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ অংশ হিসেবে প্রতি বছর বাংলা ও ইংলিশ মাধ্যমে তাক লাগানো আন্তঃ বিতর্ক প্রতিযোগিতা; (২৭) সহশিক্ষাক্রম: বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, কমিউনিটি সার্ভিসেস ক্লাব, মিউজিক ক্লাব, বার্ষিক ক্রীড়া সহ শিক্ষাসফর; (২৮) আদর্শ বিদ্যালয়: আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বিদ্যালয়টি আজ নিজ জেলায় অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

নয়া দিগন্ত

বিনোদন সারাদিন
পড়ুন ১০ পৃষ্ঠায়

প্রেক্ষাগৃহ খুলবে শুক্রবার সিনেমা মুক্তি পাবে কয়টি
পরিচালনায় সক্রিয় হচ্ছেন আফসানা মিমি
হঠাৎ এটিএম শামসুজ্জামানের বাসায় সানী-মৌসুমী
ড. আবদুল লতিফ মাসুম ও জসিম উদ্দিনের কলাম এবং জয়নুল আবেদীনের লেখা • পৃষ্ঠা-৯, ৭
সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার মেহবুবা মুক্তির • পৃষ্ঠা-৫
আমতলীতে সবুজ বেষ্টনীর গাছ কেটে সাবাড়। অধরা বনদস্যুরা • পৃষ্ঠা-৮

বৃহস্পতিবার
ঢাকা, ৩০ আশ্বিন ১৪২৭
২৭ সফর ১৪৪২
১৫ অক্টোবর ২০২০
রেজি. নং ডিএ ৪০০৫
বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১৩৬, পৃষ্ঠা ১২
মূল্য ১০ টাকা

www.dailynayadiganta.com ▪ www.enayadiganta.com ▪ facebook.com/nayadiganta

ভালুকায় মাদরাসাছাত্র হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৬

গৌরীপুরে আলো ছড়াচ্ছে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ

● দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

কুমিল্লার দাউদকান্দির গৌরীপুরে আলো ছড়াচ্ছে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ। করোনাভাইরাসকালীন ১৬ মার্চ থেকে শুধু মাত্র ৩৮ দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দু'টি ভার্সনে পড়াশোনা বন্ধ থাকলেও এরপর থেকেই অনলাইন ক্লাস শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। স্থানীয় শিক্ষা বিস্তারে ও প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান ধরে রাখতে পরিচালক আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখার উদ্যোগ নেন।

কথা হলে স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক ও সভাপতি আলাউদ্দিন জানান, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের হতাশার হাত থেকে রক্ষা করতে অনলাইন ক্লাসের গুরুত্ব অপরিসীম। অনলাইন ক্লাস চালু করতে পূর্বের যন্ত্রপাতির সাথে নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়। এমনকি দু'টি ভার্সনে ৫৩ জন শিক্ষকের বেতনও নিয়মিত রাখা হয়।

দৈনিক
ভোরের সময়
সত্যের সন্ধানে সর্বদা...
THE DAILY BHORER SHOMOY

মঙ্গলবার
১৩ অক্টোবর ২০২০
২৮ আশ্বিন ১৪২৭
২৫ সফর ১৪৪২
রেজি নং. ডিএ ৬০৭৬
বর্ষ ১০ সংখ্যা ২৭০
পৃষ্ঠা ৮ মূল্য- ৫ টাকা

অনন্য দৃষ্টান্ত : করোনা কালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পাশে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল এন্ড কলেজ গৌরীপুর

দাউদকান্দি(কুমিল্লা)সংবাদদাতা : কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুরে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে ন্যাশনাল কারিকুলাম বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল এন্ড কলেজ। চলতি করোনা ভাইরাস ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার পর গত ১৬ মার্চ থেকে শুধু মাত্র ৩৮ দিন স্কুল এন্ড কলেজের দুটি ভার্সনে পড়াশোনা বন্ধ থাকলেও এর পর থেকেই অনলাইন ক্লাস শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গুণগত মান ধরে রাখা এবং আর্থিক ক্ষতির কথা চিন্তা না করে স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক ও সভাপতি মোঃ আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখার মহতি উদ্যোগ ধরে রেখেছেন। তিনি জানান, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের হতাশার হাত থেকে রক্ষা করতে অনলাইন ক্লাসের গুরুত্ব অপরিসীম। অনলাইন ক্লাস চালু করতে পূর্বের যন্ত্রপাতির সাথে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়। এমনকি দুটি ভার্সনে ৫৩ জন শিক্ষকের বেতন নিয়মিত রাখা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ও বিজয় বাংলা সফটওয়ার প্রনেতা মোস্তফা জব্বার

২০০৩ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠছে অসংখ্য মেধাবী কৃতি শিক্ষার্থী, যারা ইতোমধ্যে দেশ সেরা সর্বো"চ শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়নরত। হয়তো তাঁরাই আগামী দিনে দেশে বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করে সেবার মাধ্যমে জাতির পাশে দাড়াতে সক্ষম হবে, এমনটি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন প্রতিষ্ঠান চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন। প্রায় আটশত শিক্ষার্থী রয়েছে দুটি ভার্সনে, এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড.সন্তোষ মজুমদার। আলোচ্য বিষয় প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের জন্য ছয়টি বই প্রকাশ করেছে, আরো প্রকাশের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। প্রকাশিত বই থেকে শিক্ষার্থীরা বিশেষ মেধা আহরনের সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের সূচনা লগ্নে পরিচালক ও প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ গোলাম মোস্তফা ও পরিচালক হিসেবে রয়েছেন মোঃ নজরুল ইসলাম। সকলের সমন্বিত প্রয়াসে শিক্ষার্থীরা হবে আগামীর আলোক বর্তিকা এমনটাই প্রত্যাশা অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

মহান মাতৃভাষা দিবসে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের র‍্যালি

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

গতকাল শনিবার দাউদকান্দি গৌরীপুর আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা, পার্শ্বে দর্শক সারিতে প্রধান অতিথি আইটি বিশেষজ্ঞ স্কুল প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা জব্বার।

যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করে প্রকৃত শিক্ষা আহরণের উপর

.... মোস্তফা জব্বার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

দেশের খ্যাতনামা আইটি বিশেষজ্ঞ বাংলা সফটওয়্যার প্রণেতা ও দাউদকান্দি গৌরীপুর আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা জব্বার বলেছেন, যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করে প্রকৃত শিক্ষা আহরণের উপর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগে দেশ-জাতি, সমাজ-পরিবার তথা ব্যক্তি জীবনের উন্নয়নে মেধা শক্তি হচ্ছে আমাদের জাতীয় সম্পদ। গতকাল শনিবার স্কুল ক্যাম্পাসের ষষ্ঠ তলায় আয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে শিক্ষার মান উন্নয়নে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা-বলেন। ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংলিশ ভার্সনের এই স্কুলের চেয়ারম্যান মো. আলাউদ্দিন এর সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ মো. মাহফুজুল হক এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষক মো. শফিউল আলম এর সঞ্চালণায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মো. জালাল, জওহর লাল বণিক ও মো. সেলিম মিয়া তালুকদার। সকল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে দশজন শিক্ষার্থী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এখানে বিচারক মন্ডলী ছিলেন, মো. জহিরুল ইসলাম রিপন, ইমাম জাহিদ সুভাচী খান, রতন লাল দেবনাথ।

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুর আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের ওরিয়েন্টেশন সভায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের উদ্ভাবক মোস্তফা জব্বারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক আলাউদ্দিন। -রূপসী বাংলা

দাউদকান্দিতে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে নবীন বরণ অনুষ্ঠান

নবীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন আজাদ সভাপতি, সলিল সম্পাদক নির্বাচিত

আনন্দ মিডিয়া আনন্দ মিডিয়া আনন্দ মিডিয়া

"আমাদের তরুণ প্রজন্মই বাংলাদেশের পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিবে"

–মোস্তাফা জব্বার

মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ

ন্যাশনাল কারিকুলাম বাংলা ও ইংলিশ ভার্শন

Bangla Campus

Gouripur Bazar,
Homna Road, Daudkandi, Cumilla.

+88 01752-526610
+88 01719-796927

English Campus

Gouripur Bazar,
Laxmipur Road, Daudkandi, Cumilla.

+88 01824-996555
+88 01825-611694

Scan & Visit

Our Facebook Page

Web:
www.amsgouripur.com